গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

নং- ১(১৯)/২০১১-প্রশাঃ/ তারিখঃ ০৪/১০/২০১৬খ্রিঃ

বিষয়ঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।

সূত্র নংঃ ৪৩.০০.০০০০.১১১.১৬.০২৮.১৫-২০, তারিখঃ ২৭/০৯/১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য কপিরাইট অফিসের তথ্যাদি ছক মোতাবেক ছবিসহ (হার্ড কপি ও সফ্ট কপি মেইলে) সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এই সঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

স্বাঃ/-
০৪/১০/২০১৬
(জোহরা বেগম)
কপিরাইট ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপসচিব)
ফোনঃ ৯১১৯৬৩২

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিষয় ঃ কপিরাইট অফিসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

কপিরাইট অফিস একটি আধা-বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান। এ অফিসের কার্যাবলী কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) এর বিধানমতে পরিচালিত হয়। কপিরাইট হচ্ছে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের সৃষ্টকর্মের উপর তাঁদের অধিকার। কপিরাইট আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্মাতা/রচয়িতাদের সৃজনশীল কর্মসমূহের স্বত্বের সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের মেধাশক্তির সার্বিক উন্নয়ন, সৃজনশীল কর্মে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ এবং কপিরাইট সংক্রান্ত পাইরেসি রোধকরণের মাধ্যমে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধনই কপিরাইট আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোন দেশ বা জাতির সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড-যেমন, সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, রেকর্ডকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্র বিষয়ককর্ম, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, কম্পিউটার-সফটওয়্যার ইত্যাদি সৃজনশীল কর্মের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের বিষয়ে কপিরাইট আইন গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে।

কপিরাইট অফিসের প্রধান প্রধান কার্যাবলী ঃ

ক) কপিরাইট সংক্রান্ত কর্মের রেজিষ্ট্রেশন ও সনদপত্র প্রদান।
খ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধসমূহ নিস্পত্তিকরণ।
গ) বিদেশী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনঃ প্রকাশের লাইসেন্স প্রদান।
ঘ) সম্প্রচার সংক্রান্ত বিদেশী কর্মের বাংলায় অনুবাদ করার লাইসেন্স প্রদান।
ঙ) কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের অবৈধ কপি আমদানি বন্ধকরণ।
চ) সাহিত্যকর্ম/নাট্যকর্মের অনুবাদ, প্রকাশ কিংবা পুনরুৎপাদন এর লাইসেন্স প্রদান।
ছ) কপিরাইট সমিতি/Collective Management Organaization (CMO) নিবন্ধন।
জ) কপিরাইট সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত কর্মের নমুনা সংরক্ষণ ।
ঝ) কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান।

২। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সম্পাদিত ও গৃহীত কার্যাবলি ঃ

ক্রম	গৃহীত প্রদক্ষেপ	বিবরণ
০১	হেল্পডেস্ক এবং হেল্পলাইন স্থাপন	রেজিস্ট্রেশনের আবেদন সঠিকভাবে পূরণ না হওয়ায় নানান তথ্যের প্রয়োজনে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম প্রলম্বিত হয়। অহেতুক বিলম্ব রোধ করে ৩০ দিনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সনদ প্রদানের লক্ষ্য স্থির করে হেল্পডেস্ক ও হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে।
০২	ফেসবুক ফ্যানপেইজ উন্মুক্তকরণ	সৃজনশীল মেধাসম্পদের যে কোন প্রণেতা ও এ সংশ্লেষে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি ফেসবুক ফ্যানপেইজের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতে পারেন।
০৩	ওয়েবসাইট হালনাগদকরণ	ডিসেম্বর ২০1৪ মাসে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কপিরাইট অফিসের ওয়েবসাইটকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে হালনাগাদকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়।
০৪	অভ্যর্থনা ব্যবস্থা চালুকরণ	এ অফিসে ইতোপূর্বে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা ছিল না। ভবনের মূল ফটকে অভ্যর্থনা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
০৫	রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সময় সংক্ষিপ্তকরণ	সৃজনশীল মেধাসম্পদের রেজিস্ট্রেশনে পূর্বে তুলনামূলকভাবে অধিকসময় প্রয়োজন হতো। সময় সংক্ষিপ্তকরণের জন্য মামলা নিস্পত্তির প্রক্রিয়া সহজ করা

		হয়েছে।
০৬	কর্মভিত্তিক প্রচারপত্র তৈরীকরণ	কপিরাইট অফিস **১১**টি সৃজনশীল মেধাসম্পদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক কর্ম রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিছু সাধারণ ও কিছু বিশেষ তথ্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাগণ প্রায়শ:ই তথ্য পরিবেশনে ভুল করে থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এবং সর্বসাধারণের সচেতনতা সৃজনের জন্য প্রত্যেকটি সৃজনশীল কর্মভিত্তিক পৃথক কাগজে প্রচারপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
০৭	প্রচার কার্যক্রম জোরদারকরণ	কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা, পদ্ধতি, আইনগত প্রতিকার, পাইরেসি বন্ধকরণ সংক্রান্ত সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
০৮	লাইব্রেরী সুসংগঠিতকরণ	কপিরাইট অফিসে একটি সুসংগঠিত লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের নিকট থেকে একটি কক্ষ বরাদ্দ নেয়া হয়েছে।
০৯	কনফারেন্স রুম স্থাপণ	কপিরাইট বোর্ড এর সভা এবং এ অফিসের কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য সভা করার কোন স্থান ছিল না। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারের নিকট থেকে প্রাপ্ত কক্ষে অর্ধাংশে একটি সভাস্থল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০১৬-১৭ অর্থ বছর
১	**কপিরাইট আইন সংশোধন ঃ** কপিরাইট আইনকে আরোও যুগোপযুগি করার লক্ষ্যে আইন সংশোধনের কার্যক্রম চলমান।	√
২	**কপিরাইট আইন, রেজিস্ট্রেশন ও পাইরেসি সংক্রান্ত স্টেক হোল্ডারদের মাঝে প্রচার জোরদারকরণ ঃ** প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা বার, প্রেসক্লাব, পুস্তক ও প্রকাশক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সৃজনশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।	√
৩	**কপিরাইট সমিতি গঠন ও মনিটরিং ঃ** সৃজনশীল প্রত্যেকটি সেক্টরে কপিরাইট সমিতি গঠন কার্যক্রম চলমান।	√
৪	**কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ** কপিরাইট অফিসের বেশিরভাগ কর্মকর্তা/কর্মচারী নতুন। তাদের কোন দাপ্তরকি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। তাদের প্রশাসন, রেজিস্ট্রেশন ও আইটি এই তিনটি বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	√
৫	**কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি সংশোধন ঃ** কপিরাইট অফিসের নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। বিগত **২১/০৬/২০১৫** তারিখ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	√
৬	**১৮ টি শুন্য পদ পূরণ ঃ** নিয়োগ বিধিমালা সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান। নিয়োগ বিধি সংশোধন হলে **১৮**টি শূন্য পদ পূরণ করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।	√
৭	**কপিরাইট অফিস অটোমেশন ও অনলাইন সেবা নিশ্চিতকরণ ঃ** বিসিসি এর একটি প্রকল্পের আওতায় এ অফিসে একটি সার্ভার বসানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়ের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হচেছ।	√
৮	**বিভিন্ন মেলা এবং স্টলে অংশগ্রহণ ঃ** সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যেকোন প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে কপিরাইট নিবন্ধন ও পাইরেসি বন্ধকরণ সংশ্লেষে সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে।	√
৯	**কপিরাইট ভবন নির্মাণ ঃ** কপিরাইট ভবন নির্মাণের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে ১.৪ বিঘা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জমির দখল বুঝে পাওয়া গিয়েছে। ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য গত ১০/০৫/২০১৬ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হয়। উক্ত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত **১৫/০৬/২০১৬** তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিগত **১৩/০৭/২০১৬** তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত	√

	অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	

৪। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অনুষ্ঠিত সেমিনারের ছবি ঃ

স্বাঃ/-
০৪/১০/২০১৬
(জোহরা বেগম)
কপিরাইট ডেপুটি রেজিস্ট্রার (উপসচিব)